কুষ্টিয়ায় টিকাদান কেন্দ্রে মানুষের উপচে পড়া ভিড়! নতুন আরও ২৭৭ জন শনাক্ত

কুষ্টিয়ায় করোনার টিকা নিতে কেন্দ্রে উপচে পড়েছে মানুষ। সেখানে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মানার কোনো প্রবণতা দেখা যায়নি। রোববার দিনব্যাপী কুষ্টিয়া শহরের কলকাকলি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে এই টিকাদান কার্যক্রম চলে।

রোববার সকাল ১০টা থেকে কলকাকলি বিদ্যালয় কেন্দ্রে টিকা কার্যক্রম শুরু হয়। তবে সেখানে সকাল সাতটা থেকে টিকা নিতে আসা মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত পরশু থেকে কুষ্টিয়ায় শুধু একটি কেন্দ্রে করোনার টিকা দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দুই দিন ধরে কুষ্টিয়া আরপিটিআই কার্যালয় কেন্দ্রে এই টিকা দেওয়া হচ্ছিল। তবে সেখানে মানুষের ভিড় বেশি হওয়ায় রোববার কেন্দ্র পরিবর্তন করা হয়।

সরেজমিন সকাল ১১টায় গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের কক্ষে টিকা দেওয়া হচ্ছে। কক্ষ থেকে শুরু হওয়া লাইন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মাঠ এঁকেবেঁকে একেবারে প্রধান ফটকের বাইরে চলে গেছে। বাইরে ও সামনের সড়কেও এক শ থেকে দেড় শ মানুষের দীর্ঘ লাইন। সব মিলিয়ে অন্তত চার হাজার মানুষ আজ টিকা নিতে এই কেন্দ্রে এসেছেন। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা অন্তত ১০ জনের সঙ্গে কথা হলে তাঁদের মধ্যে সাতজন জানান, তাঁরা টিকার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছেন তিন দিন আগে। কিন্তু কোনো এসএমএস পাননি। তারপরও এসেছেন টিকা নিতে। তিনজন জানালেন, তাঁরা এসএমএস পাওয়ার পর আজ টিকা নিতে এসেছেন।

টিকাদান কক্ষের সামনে বেশ বড় জটলা দেখা গেল। সেখানে পেছন থেকে কয়েকজন ব্যক্তি কক্ষের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের সঙ্গে তাঁদের বাগ্বিতণ্ডা হয়। টিকা নিতে আসা দিপালী বলেন, ‘সকাল সাড়ে ৮টায় এসেছিলাম। একটু আগে টিকা দিতে পারলাম। তবে ব্যাপক ভিড়, ধাক্কাধাক্কি; একটু ব্যবস্থাপনার অভাব বোধ করলাম। সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র বলছে, চীন থেকে আসা টিকা প্রথম ডোজ দেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে মাত্র ১ হাজার ৮০০ টিকা মজুত আছে।

রোববার সারা দিনে ১ হাজার টিকা দেওয়া সম্ভব হয়েছে।কুষ্টিয়া সিভিল সার্জন এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, শনিবার শুধু ৩২৬ জনকে রোববার টিকা নেওয়ার জন্য এসএমএস পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু মানুষ এসএমএস ছাড়াও শুধু রেজিস্ট্রেশন কার্ড নিয়ে টিকা নিতে এসেছে। কাউকে কিছু বলতে পারছেন না।

তিনি আরও বলেন, পরিস্থিতি সামাল দিতে সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এদিকে কুষ্টিয়া সিভিল সার্জন ও জেলা প্রশাসন সুত্রে জানা গেছে, জেলায় রবিবার ১৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। এবং ১০২৭ টি নমুনা সংগ্রহ করে ২৭৭ জনের শরীরে নতুন করে করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে

কুষ্টিয়ার নতুন করে শনাক্ত ২৪৫ জন! হাসপাতালে শয্যাসংকট

কুষ্টিয়ায় হু হু করে বাড়ছে করোনা শনাক্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৪ ঘণ্টায় ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও পিসিআর ল্যঅব এবং সিভিল সার্জন সুত্রে জানা যায়, ৮৯২ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ২৪৫ জনের শরীর নতুন করে করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে।

শনিবার রাতের কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক কার্যালয় সুত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এদিকে হাসপাতাল ঘুরে দেখা গেছে, শনিবার (১০ জুলাই) বিকেল পর্যন্ত সেখানে ৪২২ জন রোগী চিকিৎসাধীন ছিলেন।
শয্যাসংকটের কারণে অতিরিক্ত রোগীরা হাসপাতালের মেঝে, করিডর এবং বারান্দায় চিকিৎসা নিচ্ছেন। রোগীর ভিড়ে সেখানেও পা ফেলার জায়গা নেই। গাদাগাদি করে চিকিৎসা নিচ্ছেন রোগীরা।

কুষ্টিয়া করোনা হাসপাতালে ২০০ শয্যার বিপরীতে ৪২২ রোগী রয়েছেন। দেখা দিয়েছে শয্যাসংকট। হাসপাতালে বর্তমানে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত ২২২ রোগী মেঝে, করিডর এবং বারান্দায় ভর্তি রয়েছেন।

তবে অক্সিজেনসহ পর্যাপ্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম থাকলেও জনবল ও জায়গার অভাব। এ জন্য চিকিৎসক, নার্স, আয়াসহ সংশ্লিষ্ট সবাই চিকিৎসা সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছে। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. এমএ মোমেন।

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যার করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. এমএ মোমেন বলেন, শনিবার দুপুর পর্যন্ত হাসপাতালে রোগী ভর্তি ছিলেন ৪২২ জন। এর মধ্যে করোনায় আক্রান্ত রোগী ছিলেন ১৯২ জন ও করোনা সন্দেহ রোগী ছিলেন ১৩০ জন।

তিনি বলেন, কুষ্টিয়ায় করোনা হাসপাতাল হওয়ার পর একসঙ্গে ৪২২ জন রোগী ভর্তি এই প্রথম। এর আগে ২০০ রোগীর কাছাকাছি ভর্তি হয়েছে। তবে বর্তমান সময়ে যে পরিমাণ রোগী ভর্তি হচ্ছে, তা আগে কখনো হয়নি। এত রোগীর চাপ সামলাতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন, হাইফ্লো ন্যাজাল ক্যানোলা, অক্সিজেন সিলিন্ডার পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। কিন্তু আয়া, সুইপার, পিয়ন ও ফান্ডের অভাব রয়েছে। এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। রোগীর চাপ দেখে মনে হচ্ছে আরও শয্যা বা ইউনিট বাড়াতে হবে। চিকিৎসক ও নার্সের সংখ্যাও বাড়াতে হবে।

শনিবার সকালে সরেজমিনে দেখা যায়, রোগীর ভিড়ে হাসপাতালের কোথাও পা ফেলার জায়গা নেই। গাদাগাদি করে চিকিৎসা নিচ্ছেন রোগীরা। অক্সিজেনসহ পর্যাপ্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম থাকলেও জনবল ও জায়গার অভাব রয়েছে। এ জন্য চিকিৎসক, নার্স, আয়াসহ সংশ্লিষ্ট সবাই সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন।

জরুরি বিভাগের সামনে একটি ট্রাক থেকে কয়েকজন শ্রমিককে অক্সিজেন সিলিন্ডার নামাতে দেখা যায়। সিলিন্ডার নিয়ে তারা দ্বিতীয় তলায় ওঠে যান। সেখানে ভিড় ঠেলে কোনোরকমে একটি ওয়ার্ডে প্রবেশ করেন। সেখানে করোনা রোগীদের চিকিৎসা চলছে। বাইরের কাউকে সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। সিঁড়ি থেকে ওয়ার্ডের প্রবেশমুখ পর্যন্ত শতাধিক মানুষ গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছেন।

ওয়ার্ডের ভেতরে যেতেই চোখে পড়ল মেঝে ও বারান্দায় শুয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন অনেক রোগী। ওয়ার্ডের ভেতরে কয়েকটি কক্ষ। সব জায়গাই রোগীতে ঠাসা। কোথাও শয্যা ফাঁকা নেই। রোগী ও রোগীর স্বজনদের ভিড়ে পা ফেলার জায়গা নেই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হাসপাতালের একজন চিকিৎসক বলেন, করোনা এভাবে বাড়তে থাকলে কোনো সিস্টেমই কাজে আসবে না। তখন অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যাবে। বিশ্বের অন্যান্য দেশে যা ঘটেছে। এ জন্য আমাদের সবার সচেতন হওয়ার বিকল্প নেই।

জেলা প্রশাসক সাইদুল ইসলাম বলেন, কঠোরভাবেই বিধিনিষেধ পরিপালন করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রতিদিনই জেলা-উপজেলা প্রশাসন বিভিন্ন স্থানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছে।

কুষ্টিয়ায় এবার ৫ মাসের শিশু করোনায় আক্রান্ত

কুষ্টিয়ায় আয়েশা খাতুন নামে ৫ মাস বয়সী এক শিশু করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৮ জুলাই) সকালে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে র্যাপিড অ্যান্টিজেন পদ্ধতিতে নমুনা পরীক্ষায় তার করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে।

কুষ্টিয়ায় সবচেয়ে কম বয়সী শিশুর করোনা আক্রান্তের ঘটনা এটি দ্বিতীয়। এর আগে গত ২২ জুন প্রিন্স নামে দেড় মাস বয়সী এক শিশু করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল। সে সুস্থ হয়ে উঠেছে। করোনা আক্রান্ত শিশুটির বাড়ি কুষ্টিয়া পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের আড়ুয়াপাড়া এলাকার ৭৫ আমিনুল হক বাদশা সড়কে।

গত এক সপ্তাহ ধরে শিশুটির দাদা-দাদি, চাচা, বাবা-মা, ভাইসহ পরিবারের সদস্যরা জ্বর ও ঠান্ডায় ভুগছিলেন। শরীরে করোনাভাইরাসের উপসর্গ দেখে বুধবার তারা নমুনা পরীক্ষা করান। এতে শিশুটির দাদা- দাদি, চাচা, বাবা-মা, ভাইসহ ৭ জনের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। পরের দিন বৃহস্পতিবার চিকিৎসকেরা শিশু আয়েশার নমুনা পরীক্ষার পরামর্শ দিলে শিশুটির করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে। করোনা শনাক্তর পর শিশুটিকে হোম আইসোলেশনে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

আয়েশার চাচা হাফিজুর রহমান বলেন, বুধবার আমাদের পরিবারের সাত সদস্যের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে। পরে শিশু আয়েশারও রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তিনি আরও বলেন, এক সপ্তাহ ধরে পরিবারের অন্যান্য সদদ্যের ঠান্ডা-জ্বর ছিল। বুধবার নমুনা পরীক্ষা করলে করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে তাদের।

পরে বৃহস্পতিবার আয়েশার নমুনা পরীক্ষা করালে তারও পজিটিভ রিপোর্ট আসে। পরিবারের সদস্যরা জানান, আয়েশার শরীরে এখন কোনো উপসর্গ নেই। আগে জ্বর ছিল। বর্তমানে জ্বর চলে গেছে। সে নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া ও খেলাধুলা করছে। তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও ভালো আছেন।

শিশু আয়েশার বিষয়ে সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ইনজামুল হক বলেন, শিশুটির শরীরে সামান্য জ্বর ছাড়া আর কোনো লক্ষণ নেই। সে ভালো আছে। নমুনায় করোনা পজিটিভ আসার পর শিশুটিকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অ্যান্টিজেন টেস্ট ইউনিটের ইনচার্জ সেলিনা আক্তার চম্পা।

কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, গত মাসে দেড় মাস বয়সী এক শিশু করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। শিশুটি সুস্থ হয়ে উঠেছে। ভয়ের কিছু নেই। দেশে অনেক শিশু করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে। চিকিৎসায় তারা সুস্থ হয়ে যায়। আয়েশা নামের শিশুটি পরিবারের সংস্পর্শে সংক্রমিত হতে পারে।

কুষ্টিয়ায় বেক্সিমকো কোম্পানীর নাপা সংকট, দ্বিগুণ দাম, রোগীদের ভোগান্তি

কুষ্টিয়ায় করোনাভাইরাসের আক্রান্তের সংখ্যা অতীতের সকল রেকর্ড প্রতিদিনই ভঙ্গ করেছে। এ পর্যন্ত জেলায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত

হয়ে সোয়া ৩’শ মানুষের প্রাণ গেছে। এদিকে সরবরাহ না থাকায় কুষ্টিয়া জেলা শহর ছাড়াও বিভিন্ন উপজেলার ফার্মেসিগুলোতে প্যারাসিটামাল জাতীয় নাপা ওষুধের সংকট দেখা দিয়েছে। এতে করে রোগীদের ভোগান্তি আরও বেড়ে যাচ্ছে। করোনাভাইরাসে প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় নাপা জাতীয় ঔষধের চাহিদা কয়েকগুণ বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সংকট দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন ফার্মেসির মালিকরা।

দু’ এক ফার্মেসিতে পাওয়া গেলেও দ্বিগুণ দাম নেওয়ার অভিযোগ করেছেন ভোক্তারা। তবে ফার্মেসিগুলোতে সংকট সৃষ্টি হয়েছে বেক্সিমকো কোম্পানীর নাপা (প্যারাসিটামল) ওষুধের। দাম বাড়ানো হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এক সপ্তাহ ধরে প্যারাসিটামল ওষুধের বিক্রি বেড়েছে। ওষুধ না পেয়ে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

শনিবার শহরের কলেজ মোড়, হাসপাতাল মোড়, রাজ্জাক সুপার মার্কেট, এনএস রোড, হাসপাতাল গেট, লাহিনী বটতলা, বারখাদা ত্রিমোহনীসহ মিরপুর উপজেলার বিভিন্ন এলাকা সরেজমিন ঘুরে এ তথ্য জানা গেছে। শাহজাহান মিয়া নামে এক ব্যক্তি বলেন, আমার ছেলের গত তিন দিন যাবত জ্বর। নাপা ওষুধ এলাকার একাধিক দোকানে খুঁজে পাইনি। দোকানদার শুধু বলেন সরবরাহ নেই। এতে আমার ছেলের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

জিয়ানামের এক যুবক বলেন, আমার বাবার কয়েকদিন যাবত জ্বর ও শরীর ব্যথায় ভুগছি। অনেক দোকানেই নাপা নেই। দু’এক দোকানে পেলেও দাম দেড় থেকে দুই গুণ বেশি নেয়। এক পাতা নাপা ওষুধ ২০ টাকা দিয়ে কিনতে হয়েছে। তাও আবার পাওয়া যায় না।

বেদেনা ফার্মেসীর স্বত্ত্বাধিকারী মো. মোক্তার হোসেন বলেন, করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ে নাপা জাতীয় ওষুধের চাহিদা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত দুই সপ্তাহযাবত ক্রেতারা নাপা, নাপা সিরাপ, নাপা এক্সট্রা চাইলে দিতে পারি না। বাজারে এসব ওষুদের চাহিদা রয়েছে। সরবরাহ না থাকায় বিক্রিও করতে পারি না।

মিরপুরের পপুলার ফার্মেসীর প্রোপাইটর রাকিব রায়হান বলেন, সরবরাহ না থাকায় পাইকারি ও খুঁচরা ক্রেতাকে ওষুধ দিতে পারছি না। তিনি বলেন, করোনাভাইরাসে প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় নাপা জাতীয় ঔষধের চাহিদা কয়েকগুণ বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে তিনি আরও জানান, আগের জুন মাস জুড়েই কোন নাপা জাতীয় ওষুধ সাপ্লাই দিতে পারেনি বেক্সিমকো ফার্মার প্রতিনিধি।

যার ফলে এই জুলাই মাসেও অর্ডার করলে তীব্র সংকট দেখিয়ে সরবরাহ নেই বলে জানান কোম্পানীর প্রতিনিধি। তবে এসব সংকট কি কৃত্রিম সকট এসব বিষয় নিয়ে কোম্পানির লোকদের বললে তারা বলেন, বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবগত করা হয়েছে।

সামাজিক সংগঠন নিয়ে কাজ করা বিপুল হোসেন বলেন, সামাজিক বিড়ম্বনার ভয়ে উপসর্গ থাকার পরও অনেকে করোনা পরীক্ষা করাচ্ছেন না। গ্রামের মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও মাস্ক ব্যবহারেও উদাসীনতা দেখা যাচ্ছে। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এ প্রবণতাকে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছেন।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার পাশাপাশি জনসাধারণকে সচেতন করতে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বেক্সিমকো ফার্মার বিক্রয় প্রতিনিধি শাহ আলম জানান, চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কমে যাওয়া এবং করোনাভাইরাসে প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় নাপা জাতীয় ঔষধের চাহিদা অনেক বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সংকট দেখা দিয়েছে। জুন মাসে ক্লোজিং এর কারনে আমরা ঠিকমতো অর্ডার নেইনি।

তাছাড়া কয়েক সপ্তাহ ধরে এমন সংকট ছিলো স্বীকার কলে তিনি বলেন, আগামী সপ্তাহ থেকে জেলা এব উপজেলার প্রতিটি ফার্মেসীতেই অন্ত এক দুই বক্স করে এসব নাপা জাতীয় ওষুধ সরবরাহ করা হবে বলেও জানান তিনি।

বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট সমিতি কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি রফিকুল আলম টুকু বলেন, মাসখানেক হলো নাপা জাতীয় সকল ওষুধের সংকট দেখা দিয়েছে। অনেক ব্যবসায়ী বেশি দামে কিনে বেশি দামে বিক্রি করতে চাইলে আমি তাদের মানা করেছি। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে কথা বলে সমাধান করা হবে।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদু ইসলাম বলেন, করোনা মহামারিতে কোনো ফার্মেসি ওষুধের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেতে পারবেন না। এ জন্য বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। ওষুধের অতিরিক্ত দাম নেওয়ার অভিযোগ পেলে ওই ফার্মেসি মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রোগীর চাপ বাড়ছেই

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল করোনা ডেডিকেটেড ঘোষণা করার পর ২৫০ শয্যার হাসপাতালে ২০০ শয্যায় রোগী ভর্তি করা হচ্ছে। তবে প্রতিদিন রোগী ভর্তি থাকছে ৩ শতাধিক। আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় হাসপাতালে চাপ বেড়েছে। গত ১০ দিনে করোনা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে শতাধিকের ওপর মানুষ মারা গেছে।

মৃত্যু বাড়ায় শহরের তিনটি গোরস্থানে আগের থেকে চাপ বেড়েছে। প্রতিদিন ৭ থেকে ৮ জনের দাফন করতে হচ্ছে খাদেমদের। আর হাসপাতাল ছাড়া বাড়িতে বিপুল সংখ্যক মানুষ চিকিৎসা নিচ্ছেন। তারা বাড়িতেই অক্সিজেনের সিলিন্ডার কিনে চিকিৎসা নিচ্ছেন। এতে অক্সিজেনের চাহিদা বেড়েছে। দাম বেড়েছে কয়েকগুণ। অনেক সময় অতিরিক্ত দামেও মিলছে না অক্সিজেন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল ঘুরে দেখা গেছে, ঘন ঘন অ্যাম্বুলেন্স ঢুকছে আর বের হচ্ছে। অধিকাংশ অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে করোনা রোগী আসছে। আর যেসব অ্যাম্বুলেন্স বের হচ্ছে, সেগুলোর অধিকাংশে লাশ নিয়ে যাচ্ছে। স্বজনদের কান্নায় ভারি হয়ে উঠছে হাসপাতাল এলাকা। গতকাল শনিবার দুপুর ১টা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় করোনা হাসপাতালে মারা গেছে ২১ জন। তার আগের দিন মারা যায় ১৭ জন। এভাবে গত ১০ দিনে মারা গেছে একশতের বেশি করোনা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসা নিতে আসা মানুষ।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের হিসাবের বাইরেও জেলায় নানা জায়গায় মানুষ উপসর্গ নিয়ে মারা যাচ্ছে। তারা হাসপাতালে আসছেন না। তাদের হিসাব নেই। উপজেলা শহরেও প্রতিদিন মানুষ মারা যাচ্ছে। অ্যাম্বুলেন্স ব্যবসায়ী মামুন জানান, অ্যাম্বুলেন্সের চাহিদা বেড়েছে। গ্রাম থেকে বেশি কল আসছে। সেখানে পাঠানো হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স। এছাড়াও লাশ নিয়ে প্রতি ঘণ্টায় যেতে হচ্ছে বাইরে। ঢাকায় রেফার্ড করা রোগী নিয়েও বাইরে যেতে হচ্ছে। অ্যাম্বুলেন্সকর্মীদের ব্যস্ততাও বেড়েছে। চাহিদা বাড়ায় ভাড়াও

বেড়েছে বলে জানান তিনি। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের কর্মী রমজান জানান, এমন রোগীর চাপ আগে দেখেননি। প্রতি ঘণ্টায় তিনজনের বেশি রোগী ভর্তি হচ্ছে। এমন সময় আসছে, যখন একসঙ্গে ১০ জন রোগীও আসছে। তখন রোগী টানার ট্রলির অভাব দেখা দিচ্ছে।

অক্সিজেনের স্টোরেও মিনিটে মিনিটে শ্লিপ হাতে রোগীর স্বজনরা আসছেন সিলিন্ডার নিতে। এখন প্রচুর অক্সিজেন মুজদ রয়েছে। চাপ সামাল দিতে বেগ পেতে হচ্ছে না। এক সপ্তাহ আগেও সঙ্কট ছিল। কুষ্টিয়ার পৌর কবরস্থানের খাদেম মধু মিয়া বলেন, কোনো দিন আটটি, আবার কোনো দিন ১০টি কবর খুড়তে হচ্ছে। যেখানে আগে দুই থেকে তিনটি করে কবর খুড়তে হতো। আবার কোনো দিন খালি খালি বসে থাকতেও হতো। শহরের একমাত্র শ্মশানেও বেড়েছে লাশ সৎকারের সংখ্যা। এর বাইরে চাঁদাগাড়া ও জুগিয়া গোরস্থানেও দাফন বেড়েছে। এভাবে চললে জায়গা সঙ্কট হতে পারে। আর বর্ষা মৌসুম হওয়ায় কবর খুড়তে বেগ পেতে হচ্ছে। বেশিরভাগ কবরে পানি উঠে যাচ্ছে বলে জানান খাদেম মধু মিয়া।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার তাপস কুমার সরকার বলেন, হঠাৎ করেই মৃত্যু বেড়েছে। এখন প্রায় প্রতি ঘণ্টায় একজন মারা যাচ্ছে। তবে কোনোদিন কম-বেশি থাকছে। এক সপ্তাহ ধরে ১০ এর অধিক মানুষ মারা যাচ্ছে। বাড়িতে চিকিৎসা নিতে নিতে যখন খারাপ হচ্ছে, তখন মানুষ হাসপাতালে আসছে। অক্সিজেনে লেভেল তখন অনেক নিচে নেমে যাচ্ছে। জেলা শহরের যে কয়েকটি অক্সিজেন সিলিন্ডার বিক্রির দোকান রয়েছে, সেখানে এখন ভিড়। এমনই এক দোকান মালিক আক্তারুজ্জামান লাবু বলেন, অক্সিজেনের চাহিদা কয়েকগুণ বেড়েছে।

মিনিটে মিনিটে ফোন আসে অক্সিজেনের জন্য। দামও আগের তুলনায় একটু বেড়েছে বলে জানান তিনি। হাসপাতালে দায়িত্বরত অনেক চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বললে তারা জানান, কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে তারা হিমশিম খাচ্ছেন। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক আক্রামুজ্জামান মিন্টু বলেন, গত সাত-আট দিন ধরে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে রোগীরা আসছেন।

আবার তারা নিজ বাড়িতে ৭-৮ দিন আইসোলেশনে থাকার পর আসছেন, যখন অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে যায় তখন। শেষ সময়ে হাসপাতালে আনা হয় তাদের। ততক্ষণে চিকিৎসকদের কিছুই করার থাকে না। বেশিরভাগ রোগীর অক্সিজেন লেভেল ৮০ নিচে চলে যায়। হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক আবদুল মোমেন বলেন, রোগীর চাপ বাড়ছেই। প্রতিদিন প্রায় ৪০-৫০ নতুন

রোগী ভর্তি হচ্ছেন। করোনামুক্ত হচ্ছেন তার অর্ধেকেরও কম।

কুষ্টিয়ায় তিনশো ছাড়ালো করোনায় আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা

সীমান্তবর্তী জেলা কুষ্টিয়ায় আশঙ্কাজনক হারে বেড়েই চলেছে করোনা সংক্রমণ। বাড়ছেই মৃত্যর মিছিল। কোনভাবেই কমানো যাচ্ছে না। এ পর্যন্ত জেলায় মৃত্যুর সংখ্যা তিনশো ছাড়িয়েছে বলে জানা গেছে।

শুক্রবার (৯ জুলাই) হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. আবদুল মোমেন জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মৃতদের মধ্যে ১২ জন করোনা পজিটিভ এবং ১০ জনের দেহে করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে। এনিয়ে জেলায় মোট ৩১০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন।

তিনি বলেন, তবে সচেতন হলে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব। গ্রামের মানুষকে বেশি সচেতন হতে হবে। কেননা, ভর্তি রোগীর বেশির ভাগই গ্রাম থেকে আসছে। মারা যাওয়া রোগীদের মধ্যেও গ্রামেরই বেশি।

তিনি আরও জানান, ২শ বেডের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে বর্তমানে করোনা পজিটিভ ও করোনার উপসর্গ নিয়ে মোট ২৮০ জন ভর্তি রয়েছে।

সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানা যায়, জেলায় গত ২৯ মে থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত এক মাসে করোনায় মারা গেছেন ৯০ জন। এর আগের ১৪ মাসে মারা গেছেন ১১২ জন। আর সর্বশেষ মাত্র ১০ দিনে মারা গেছেন ১০৮ জন।

কুষ্টিয়া করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. তাপস কুমার সরকার জানান, জেলার সর্বত্র করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ভারতীয় ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট জনিত কারণে এমনটা হচ্ছে। শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে এখন করোনার প্রকোপ বেশি। গ্রামের মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার প্রবণতা খুব কম। করোনার উপসর্গ নিয়ে দেরিতে চিকিৎসা নিতে আসা এবং দীর্ঘদিন বিভিন্ন জটিল রোগে ভোগার

কারণে ৫০ বয়সোর্ধ্বদের মৃত্যু বেশি হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

সিভিল সার্জন ডা: এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৭৯২টি নমুনা পরীক্ষায় ২২০ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ২৭ দশমিক ৭৭ শতাংশ। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত জেলায় হোম আইসোলেশনে ছিলেন তিনি হাজার ৩৪ জন। গতকাল ছিলেন দুই হাজার ৯৫৬ জন। আগের দিন ছিলেন দুই হাজার ৮৭৫ জন। বর্তমানে স্বাস্থ্য বিভাগের তালিকায় জেলাতে মোট আক্রান্ত আছেন তিন হাজার ৩১৩ জন। তার আগের দিন ছিলেন তিন হাজার ২২১ জন। কুষ্টিয়ায় এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন নয় হাজার ৮৮৪ জন।

‘কুষ্টিয়া পশু হাট’ অনলাইনে বিক্রি হবে কোরবানির পশু

মহামারি করোনা সংক্রমণরোধে এবার কুষ্টিয়ায় আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহার কোরবানির পশু অনলাইনে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন জেলা প্রশাসন। এ ব্যাপারে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর যৌথ ভাবে একটি অনলাইন প্লাটফর্মও গড়ে তুলেছেন। স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়াতে, পশু কিনি অনলাইন হাটে স্লোগান নিয়ে ‘কুষ্টিয়া জেলার কোরবানির হাট’ নামে এই প্লাটফর্মে ক্রেতা- বিক্রেতা তাদের পশু কেনাবেচা করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন,
সাম্প্রতিক করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় আসন্ন কোরবানি ঈদকে সামনে রেখে জেলা প্রশাসন, কুষ্টিয়া কর্তৃক ‘কুষ্টিয়া পশু হাট’ নামে একটি অনলাইনভিত্তিক প্লাটফর্ম চালু হয়েছে যেখানে কৃষক, খামারি এবং ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েই অনলাইনের মাধ্যমে সকল ধরনের কোরবানির পশু যেমন গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়াসহ অন্যান্য পশু কোরবানীর ঈদ উপলক্ষ্যে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবেন।

কুষ্টিয়ার স্থানী সরকারের উপপরিচালক মৃণাল কান্তি দে জানান, খামারী এবং পশু মালিকদের ‘কুষ্টিয়া পশু হাট’ ওয়েব পেজে গরুর ছবি

তথ্য আপলোড করে অথবা স্থানীয় ইউডিসিতে গিয়ে সহযোগিতা নিতে পারেন। তথ্য আপলোডের ক্ষেত্রে খামারির নাম, খামারির মোবাইল নম্বর, খামারির পূর্ণ ঠিকানা, পশুর সম্ভাব্য ওজন, পশুর সম্ভাব্য মূল্য, পশুর দাঁত সংখ্যা এবং পশুর ছবি/ ছোট ভিডিও তথ্য দিতে হবে।

অনলাইনে কোরবানির পশু ক্রয়ের জন্য ভিজিট করুন https://kushtiaposhuhat.com/ “কুষ্টিয়া পশু হাট” ফেসবুক পেজে অথবা ক্লিক করুন নিম্নোক্ত লিংকে।

কুষ্টিয়ায় করোনায় আরও ১৮ জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়া করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ও উপসর্গ নিয়ে আরও ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সাথে গত ২৪ ঘন্টায় ১৭৬ জন নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে।

শনিবার (১০ জুলাই) সকালে কুষ্টিয়া জেনালের হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ড. আবদুল মোমেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, শুক্রবার (৯ জুলাই) সকাল ৮টা থেকে শনিবার (১০ জুলাই) সকাল ৮টা পর্যন্ত চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে ১৫ জনের করোনা পজিটিভ ও ৩ জনের করোনা উপসর্গ ছিলো।

তিনি জানান, হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১৯২ জন ও উপসর্গ নিয়ে ১০০ জন ভর্তি আছেন। এছাড়া, জেলার ৫টি উপজেলায় আরও ১০০ রোগী ভর্তি আছেন।

এদিকে, পিসিআর ল্যাব ও জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তথ্য মতে, গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় ৫৮৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১৭৬ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। শনাক্তের হার ২৯.৮৮ শতাংশ।

সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জেলায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত ৩২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে গত ১১ দিনে মারা

গেছেন ১২০ জন। জেলায় এ পর্যন্ত মোট ১০ হাজার ৬০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. এম এ মোমেন বলেন, ২৫০ শয্যার করোনা ডেডিকেটেড এই হাসপাতালটিতে এখন শয্যার চেয়ে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেশি।

তবে শয্যা, নার্স, আয়া ও সুইপারের অভাব রয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, হাসপাতালটিকে ডেডিকেটেড হাসপাতাল ঘোষণার পর থেকে রোগীর চাপ বাড়তেই আছে। প্রয়োজনের তুলনায় লোকবল কম। এ জন্য চিকিৎসক, নার্স, আয়াসহ সংশ্লিষ্ট সবাই চিকিৎসাসেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছে। প্রতিদিনই শনাক্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালেও রোগীর চাপ বাড়ছে। এভাবে বাড়তে থাকলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে।

ভেড়ামারায় ৫ মাদক সেবীর কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৫ মাদকসেবীকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করেছে।

শুক্রবার রাতে ভেড়ামারা থানা এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে
তাদেরকে মাদক সেবন করা অবস্থায় গ্রেপ্তার করে ভেড়ামারা থানা পুলিশ।

শনিবার সকালে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করলে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করে ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহি অফিসার (ইউএনও) দীনেশ সরকার।

দন্ডপ্রাপ্তরা হলো ভেড়ামারা উপজেলার
ধরমপুর ইউনিয়নের সাতবাড়িয়া গ্রামের মোঃ মাজেদুল ইসলাম (৩৫),

মোঃ মিলন (৩২), মোঃ জনি (২৮), মোঃ রাসেল (২৬), ও মোঃ রাজিব হোসেন (২১)।

ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহি অফিসার (ইউএনও) দীনেশ সরকার জানান, মাদক সেবন করা অবস্থায় আটককৃতরা বিভিন্ন সময় মাদক সেবন করে এলাকার পরিবেশ নষ্ট করে। আটককৃত মোঃ মাজেদুল ইসলাম কে ৬ মাসের কারাদন্ড এবং অন্যান্য আসামিদের প্রত্যেককে ৩ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ভেড়ামারা সার্কেল) মোঃ ইয়াছির আরাফাত জানান, রাতে ভেড়ামারা থানা এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। ৫ জনকে মাদক সেবন করা অবস্থায় গ্রেপ্তার করে তাদের ভ্রাম্যমাণ আদালতে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়। মাদকের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তিকেই ছাড় দেয়া হবে না। মাদকবিরোধী এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

ভালো নেই কাঙালীনি সুফিয়া: প্রধানমন্ত্রীয় সহায়ত চান

এখন আর আমি হাটবার পারিনা সেরম, পায়ে বল পায়না, চলতে পারিনা, ওষুধপাতি নাই। হটাৎ বৃষ্টির পানিতে ঠান্ডা লেগেছে। কাশতে কাশতে মরে যায়। এভাবেই কথাগুলো বলছিলেন বাংলাদেশের একজন প্রসিদ্ধ লোকসঙ্গীত শিল্পী কাঙ্গালিনী সুফিয়া। কোনবা পথে নিতাইগঞ্জে যাই, পরাণের বান্ধব রে, বুড়ি হইলাম তোর কারণে, নারীর কাছে কেউ যায় না, আমার ভাঁটি গাঙের নাইয়া প্রভৃতি গানের জন্য তিনি বিখ্যাত।

তিনি বলেন, মাস শেষে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বরাদ্দকৃত ভাতা দশ হাজার টাকা ভাতা আর বছর শেষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে ৩২ হাজার টাকার শিল্পী ভাতা। কিন্তু দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আর করোনার এই সময়ে মাসিক দশ হাজার টাকায় কি আর দিন যায়? তাছাড়াও

অনেক দিন ধরে এসব ভাতা পায়নি বলেও জানান তিনি। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, এখন আমি মরে যাচ্ছি, আমার দেহ কি অবস্থায় আছে তার কোন খোঁজ নেও না কেহই। প্রধানমন্ত্রী আমার দিকে একটু খেয়াল রাখুক আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না।

সম্প্রতি কুষ্টিয়া শহরের এরশাদ নগর আশ্রয়ন প্রকল্প এলাকায় তার আবাসনে গিয়ে দেখা যায়, বিছানাগত হয়ে দিন দিন মৃত্যুর প্রহর গুনছেন কাঙ্গালিনী সুফিয়া। রোগ শোকে আক্রান্ত হয়ে জীবনের সাথে লড়াই করছেন তিনি। অর্থের অভাবে ব্যর্থ হচ্ছেন ওষুধ কিনতে। নিয়মিত ওষুধ খেলে কিছুটা সুস্থ্য থাকেন তিনি। সরকার থেকে যে অনুদান পান তা দিয়ে কিছুই হচ্ছে না তার। ঘরের চালা দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে ঠান্ডায় আক্রান্ত হয়ে গানের গলা হারিয়ে গেছে তার। চলতেই যদি না পারি তাহলে আর গান গাইবো কিভাবে যোগ করেন তিনি। বর্তমানে এই শিল্পী একটি টিনশেড ঘরে কাঙালিনী মেয়ে পুষ্প ও নাতনিদের নিয়ে থাকছেন।

কাঙালিনী মেয়ে পুষ্প জানান, আমার মা খুব একটা ভালো নেই। টাকার অভাবে মার ওষুধ কিনতে পারিনি। ঘরের মধ্যে বৃষ্টির পানি পড়ে। আমাদের হাতে টাকা পয়শা নেই। করোনার এ এক দেড় বছরে কোন গানবাজনার আয়োজন নেই। টাকাও নেই। বিপদের মধ্যে আছি আমরা। মায়ের শরীর সুস্থ্য থাকলে গান গাইতে পারে। বেঁচে থাকতে যদি খাইতে না পারি, তাহলে মরে গেলে দেখার লোকের দরকার নেই শাহ আবদুল করিমের মতো। পুষ্প আরও বলেন, আমার মায়ের সঙ্গী স্যাকম। সেও সবসময় ছায়া হয়ে েমোয় সাথে থাকতেন। সেও ৭-৮ মাস হলো মারা গেছে। সঙ্গী না থাকায় বিমুর্ষ হয়ে পড়েছে আমার মা। করোনার কারনে জেলা প্রশাসক (ডিসি) দেখা করে না বলেও জানান কাঙ্গালীনি সুফিয়ার মেয়ে পুষ্প।

কাঙ্গালিনী সুফিয়া ১৯৬১ সালে রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার রামদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রকৃত নাম ছিল টুনি হালদার। বাবার নাম খোকন হালদার ও মা টুলু হালদার। সঙ্গীত জীবনে গ্রাম্য একটি গানের অনুষ্ঠানে ১৪ বছর বয়সে তিনি তার সঙ্গীত জীবন শুরু করেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে সুধির হালদার নামের একজন বাউলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়, যদিও সে বিয়ে বেশিদিন টেকেনি। ওস্তাদ হালিম বয়াতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ১৯৭৮ সালে।

সে সময় তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সুফিয়া খাতুন নাম ধারণ করেন। সুফিয়ার মোট রচিত গানের সংখ্যা প্রায় ৫০০। তিনি রাজ সিংহাসন চলচ্চিত্রে প্রথম কণ্ঠ দেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য,

দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, চীন, ভারতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সাবেক ডিজি মুস্তাফা মনোয়ার তাকে কাঙ্গালিনী উপাধি প্রদান করেন। তারপর থেকে তিনি সুফিয়া খাতুন থেকে দেশব্যাপী কাঙ্গালিনী সুফিয়া নামে পরিচিত হন।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা বলেন, কাঙ্গালিনী সুফিয়া একজন দেশের সম্পদ। তিনি একজন অনেক বয়স্ক মানুষ। তাকে মাঝে মধ্যে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে অসুস্থতার কথা তার জানা নেই, খোঁজ খবর নিয়ে তাকে ওষুধ কেনাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম খোঁজ খবর নিয়ে সহযোগীতার আশ্বাস দিয়েছেন।